International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies,2013,Vol 1,No.1,47-51.
Available online at http://www.ijims.com

Origin of Gharana System in Hindustani Classical Music: A Study.

হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ঘরানার সূত্রপাত : একটি অধ্যয়ন ।

Chatterjee (Mukherjee) Samarpita [1] and Sarkhel Sabyasachi [1]*
1 Department of Hindustani Classical Music
Sangit-Bhavana,Visva-Bharati ,Santiniketan,West Bengal ,India
Corresponding author : *Prof. Sabyasachi Sarkhel

Received Nov 24, 2013 Accepted Dec 26, 2013

Abstract:

'Gharana', a term used to denote the style of singing of a Hindustani Classical musician which is learnt by his / her disciple to carry forward and the tradition goes on through the lineages. However, the origin of Shastriya Sangeet Gharana system has not been traced accurately .Prabandha Yug or era, ancient Vedic period leaves hint of its origin.In the mediaeval period , a great decline of Dhrupad singing took place and Khayal was formed from Dhrupad.It is believed that, with the advent of Mughal era , Classical Gharana system was established.With the crowning of the emperor Aurangzeb,court musicians were banished to princely States. These cornered musicians established themselves through their talent of singing style and passed on to their disciple for furtherance.With the passage of time these singing styles reshaped into different Gharanas.In the present time , it seems that ,Gharana system has become outdated.But still today one can feel the flavour of style, voice throw, Gayaki etc, in pure traditional Hindustani Classical Music.This is because Gharanas still continues to influence Classical Singers.This present study , attempted to document and enlighten the origin of Gharana System.

Keywords: Gharana, ,Hindustani ,Classical, Shastriya Sangeet

ভূমিকা :- হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সমগ্র বিশ্বের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে । ভারতীয় সংস্কৃতির এই প্রবহমান ধারাটি নানা উদ্ভাবনার সাহায্যে, নানা ভাবে সঙ্গীত জগত কে সমৃদ্ধ করছে। গুরু-শিষ্য পরম্পরা কেন্দ্রিক ঘরানার প্রচলনের ফলে শিষ্যদের দ্বারা গুরুর গায়ন শৈলীর অভ্যাস এবং তারসঙ্গে নিজস্ব গায়ন ভঙ্গীর মিশ্রণে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ক্রমশ : উন্নত হয়েছে । ঘরানা প্রচলনের ফলে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ক্ষেত্রে নতুন এক বৈচিত্রের সংযোজন হয়েছে একথা সহজেই অনুমেয়। আলোচ্য গবেষণা পত্রটিতে ঘরানার সূত্রপাত কিভাবে হয়েছিল, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হল ।

ঘরানা শব্দটির অর্থ :-

ঘরানা, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি প্রচুর বৈচিত্রের সমাহারে সৃষ্ট গায়ন পদ্ধতির ধারা ।

'ঘরানা' শব্দটির অর্থ 'ঘর'। প্রাচীন হিন্দী শব্দ 'ঘর' বা 'ঘর ' থেকে 'ঘরানা' শব্দটির উৎপত্তি বলে মনেকরা হয় । ঘর শব্দটির অর্থ হিসাবে যদি বংশ ধরা হয়, তাহলে 'ঘরানা' শব্দার্থ

'বংশ বৈশিষ্ট্য' হতে পারে ।[১] প্রকৃতপক্ষে এটি একটি হিন্দী শব্দ । তবে, ডঃ উৎপলা গোস্বামীর মতে [২]- ''সংস্কৃত 'গৃহ' শব্দটি প্রাকৃতে গরহ্ >বাংলায় এবং হিন্দীতে 'ঘর' শব্দটির সৃষ্টি । এই ঘর বলতে শুধু প্রকোষ্ঠ নয় সংসার, পরিবার বা বংশও বুঝায়, সঙ্গীতে, 'ঘরানা' শব্দের অর্থ বংশবৈশিষ্ট্য বুঝায় ।''

এক্ষেত্রে 'ঘরানা' অর্থে কিন্তু ঘর বা বাসস্থান নয়, সঙ্গীতে ব্যপক অর্থে 'ঘরানা' হল এক নিজস্বতা সমৃদ্ধ নতুন গায়ন শৈলী, যা কোনও এক গুরু বা ওস্তাদের বংশ তথা শিষ্য পরম্পরায় অনুসৃত । ঠিক যেমনি ভাবে একটি ঘরের মধ্যে বসবাসকারী পরিবার এবং পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে, তাদের বংশবৈশিষ্ট্য গুলির মাধ্যমে ঘরটি স্বতন্ত্র এবং পৃথক, ঠিক সেভাবেই সঙ্গীতে 'ঘরানা' অর্থে শুধুমাত্র গুরুর বংশজ পুত্র-কন্যা বা আত্মীয় ভিন্ন গুরুর শিষ্যদের মধ্যে গুরুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটির প্রচলন হয়।

এককথায় ঘরানা হল বিশেষ একপ্রকার 'গুনীবংশের' অভিজাত্য পূর্ণ 'বংশ বৈশিষ্ট্য' । এবং ব্যবহারিক অর্থে নিজস্বতা বা স্বকীয় গুন সমৃদ্ধ গায়ন শৈলী বা 'Style' অথবা গায়ন রীতি-পদ্ধতি।

অভিধানিক অর্থ হিসাবে ড. বিমল রায় এর মতে-[৩] ''ঘরানা- প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞের বংশ, সঙ্গীতজ্ঞ-পরিবারের গান-বৈশিষ্ট্য । সংগীতজ্ঞ-পরম্পরা । নাম বা স্থান দ্বারা চিহ্নিত সংগীতজ্ঞ পরিবার।'' ড. উৎপলা গোস্বামীর মতে - গায়কের স্বকীয়তা বা নিজ গায়নশৈলী, গায়কীর 'Style' বা 'রীতি পদ্ধতি'ই ঘরানার ব্যবহারিক অর্থ ।[২] সংগীত পরিবেশনের একটি বিশেষ শৈলী হল ঘরানার ভিত্তি ।

সংগীত গুরুকে যথাযথভাবে অনুরকন বা অনুসরন করার দ্বারা গুরুর গায়ন শৈলীর কিছুটা শিষ্যের মধ্যেও পর্যবসিত হয় । এইভাবে গুরুর থেকে শিষ্যের মধ্যে দিয়ে গুরুর নিজস্ব গায়নশৈলী অক্ষুন্নভাবে 'পরম্পরা'র মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্ম গুলিতেও প্রবাহিত হয় । নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা আবার তাতে নিজস্ব আঙ্গীক প্রযুক্ত করে গুরুর গায়ন শৈলীকে আরও সমৃদ্ধ করে । এভাবে ঘরানা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রবহমান এক সঙ্গীত শৈলীর ধারা । আভ্যন্তরীন ভাবে এবং গূঢ় অর্থে তাই 'ঘরানা' এবং 'বংশ বৈশিষ্ট্য' প্রায় সমার্থক ।

ঘরানার ভিত্তি : শিল্পী যখন কোনও একটি রাগ পরিবেশন করেন তখন তাতে তার নিজস্বতা সংযুক্ত হয় । এর ফলে শিল্পী ভেদে একই গান বিভিন্ন রকম ভাবে শ্রোতাদের কাছে নতুন অনুভূত হয় । কারন শিল্পী তার নিজস্ব শিল্পীসত্ত্বা রচিত নতুন বৈচিত্রের আঙ্গীকের সূচনা করেন । শিল্পীভেদে গায়ন ভঙ্গীমাও ভিন্ন হয় । গায়ন ভঙ্গীমার মধ্যে গুরুর গায়ন শৈলীও প্রকাশিত কয় । কোনও সঙ্গীত গুনীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য পূর্ন গায়ন ভঙ্গীমা কে 'গায়কী' বলা হয় । স্পষ্ট উচ্চারণ বা কণ্ঠস্বরের নানা উচ্চারণের বৈচিত্রতা, ধ্বনির প্রয়োগের ভাবপ্রকাশ, স্থায়ী স্বরন্যাসের রূপ, স্বর কে নিরুপন করা, সুরের প্রয়োগ, ভাবের সাপেক্ষে অলঙ্করন, দম্ খম্, প্রাবল্যতা, স্বরের অল্পত্ব, প্রস্বন ও অবিরাম বা ছেদ অথবা বিরামের প্রয়োগে 'গায়কীর' সৃষ্টি হয় ।[৪]

সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গীত উপস্থাপনা করবার ক্ষমতা, সুরকে প্রয়োগ করার Style, স্বরবিস্তার, তান সঞ্চারন, আলাপ রীতি, রাগ পরিবেশন ইত্যাদিতে নিজস্ব সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে । তাই ঘরানার

অন্যতম উপাদান নিজস্ব সৃজনশীল গায়ন শৈলী বা স্বতন্ত্র গায়ন পদ্ধতি । নতুন গায়ন পদ্ধতি বা শৈলীর সুর, উচ্চারন বৈশিষ্ট্য, স্বর ক্ষেপন ও অন্যান্য গুন সমৃদ্ধ গায়কী ঘরানার স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের সূচক। গায়কীর মাধ্যমেও একটি ঘরানার গুরু এবং তার শিষ্যদের মধ্যে ঘরানার শৈলীটি প্রবাহিত হবার সময় প্রতিক্ষেত্রে স্বকীয় বৈচিত্রে নতুনত্বের সংযোজন হয় যা শিষ্য পরম্পরায় অনুসৃত হয় । গুরুর থেকে আহরিত সঙ্গীত শৈলী, গীত অনুসৃত-নায়কী [অনুকরন হতে গৃহীত শিক্ষা], প্রাপ্ত সংগীতজ্ঞান ও শিষ্যের নিজস্ব ভাব অনুষঙ্গের মিশ্রনে সৃষ্ট গায়ন শৈলী পরবর্তী প্রজন্মগুলিতেও প্রচলিত হয় ।

ড. এম. আর. গৌতম বলেছেন - ‘‘...gayaki or style of singing assumed the status of a Gharana only when it was carried over faithfully for at least three successive generations-from father to son or from guru to sisya (teacher to pupil).’’[৫] অর্থাৎ কোনও গুরুর গায়কী গুরুশিষ্য পরম্পরায় তিনটিপ্রজন্ম পর্যন্ত প্রবাহিত হলে তা সেই গুরুর নামাঙ্কিত ঘরানায় পরিনত হয় । তবে এমন গুরুর নামাঙ্কিত ঘরানা যারা ধরে রাখেন তাদের মধ্যে কিছু লক্ষনও দেখা যায় । ড. সুকুমার রায় বলেছেন - ‘‘যারা ঘরানা বজায় রাখেন তারা মূল নতুন সৃষ্টির কৃতিত্বের সংগে নিজেদের যুক্ত রাখেন এবং বিশিষ্ট মৌলিক সংগীত রীতির - (১) বংশগত চর্চার অধিকারী (২) স্থানীয় চর্চার অধিকারী, তা পরম্পরাগত চর্চার অধিকারী এই ঘরানাদার । যারা এরূপ অধিকারী ঘরানাদাররূপে পরিচিতি হন তাদের সংগীতে কতগুলি বিশেষলক্ষণ দেখা যায় । এবং এই লক্ষন গুলিই একমাত্র বৈশিষ্ট্য । এই লক্ষন বা ঘরানার চিহ্নগুলি বস্তু, অঙ্গ অংশ, রীতি বা ভঙ্গী এবং গায়ন শৈলী গায়ন কৌশল প্রভৃতির নব রূপায়নের উপর নির্ভর করে ।’’[৬]

কোনও গুরু বা ওস্তাদের বংশের সঙ্গীতজ্ঞ এবং শিষ্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জিত সঙ্গীতবিদ্যার যথাযথ ভাবে প্রচলনের দ্বারাই এর যথার্থতা । গায়কের ভাবকল্পনা তার ব্যক্তিত্ত্ব এবং নতুন শৈলীর দ্বারা যে বৈচিত্রের সূচনা হয় তার থেকেই পরম্পারার ভিত্তিতে ঘরানাটি চলতে থাকে ।

ঘরানার উৎপত্তি:

ঘরানার উৎপত্তি কাল সম্বন্ধে সঠিক বা নির্দিষ্ট ভাবে কোনও তথ্য লিপিবদ্ধ নেই । বৈদিক, সাম গানের যুগ থেকেই সঙ্গীতে ঘরানা ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় । সম্পদায় বা শ্রেনীগত শিক্ষা পদ্ধতি, সঙ্গীত চর্চা এবং অভ্যাস এর প্রচলন ছিল তখন থেকেই । সামগানের যুগে সম্প্রদায় ছিল যা পরে কৌথুম, রানায়নীয় ও জননীয় - এই তিনটি রূপ নেয় ।[৬] বৌদ্ধ ধর্মেও ‘মহাযানী’ শাখায়, ঘরানার মতন অনুশীলন পদ্ধতি । গুপ্তযুগেও ব্রাহ্মান সম্প্রদায় ও আর্যব্রাহ্মন্য দের পৌরানিক চর্চায় এবং তার সাথে বুদ্ধ সংস্কৃতির নাচগান এর অনুশীলত্ত, মূল ভারতীয় সংগীতের সাথে ‘রাজন্য বর্গের’ আনুকূল্যে শ্রাতাদের কাছে ধর্মীয় ভাবাবেগ সম্পন্ন নতুন সঙ্গীত ধারার প্রচলন করতে পেরেছিল । যার থেকে একপ্রকার সম্প্রদায় কেন্দ্রিক ‘গুরুমুখী’ বিদ্যার অভাস পাওয়া যাচ্ছে ।

বৈদিক যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রাগরাগিনীর প্রচলন ছিল, এই রাগের পদ্ধতি গুলিই পরবর্তীকালে বিস্তৃত হয়েছিল । বৈদিক মন্ত্র উচ্চারন শিক্ষা পদ্ধতি তেও গুরুর কাছে শিষ্যদের বিদ্যা

শিক্ষা অর্জন এর পাঠ লক্ষ্যনীয় । ক্রমে, বৈদিক যুগের শেষে প্রবন্ধ যুগের সূচনা হয় । সালগসূঢ় এর ধ্রুবপদ থেকে ধ্রুপদের সৃষ্টি হয় । পূর্বের বিভিন্ন গ্রামরাগ যথা-শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ীয়, বেসরা, সাধারনী প্রভৃতি গীতরীতির প্রভাবে ধ্রুপদের বিভিন্ন বানীর উদ্ভব হয় । ধ্রুপদের ডাগর বানী, গৌহর বানী, খান্ডার ও নওহর এই চারটি বানী রীতি, এর বিভিন্ন ছন্দ, রাগের পরিদর্শন রূপ, স্বরপ্রয়োগ প্রভৃতির ভিন্নতা এবং আঞ্চলিক প্রভাবও ভিন্ন ছিল । ধ্রুপদের বানী গুলির কঠোর রীতি গুলির ক্রম নির্মীলিত প্রচলনে কঠোর নিয়মনীতি বর্জিত হালকা চালের খেয়ালের প্রচলন হতে থাকে ।

এই প্রসঙ্গে ড. বিমল রায় বলেছেন -[৭] ‘‘ছোট ছোট গন্ডী দিয়ে ঘেরা বিচ্ছিন্ন গীতি শৈলী গুলি যারা ১৫শ খৃষ্টাব্দ শেষের দিকে একীভূত হয়ে ধ্রুপদ সৃষ্টি করে, এ সৃষ্টির মূল্য যারা ছিল তারা ঘরানার ধারক হলেও বংশজ ঘরানাদার নয় । তাই তাদের নামে ঘরানা তৈরী হয়নি । কিংবা সেই শব্দটির প্রচলন হয়নি, হয়েছিল মুসলিম যুগের দৃঢ় পত্তন হবার পর থেকে, রেষারেষি পক্ষপাতিত্ত্বের সূচনা থেকে ।’’ তাহলে ধ্রুপদের বানী গুলির গায়ন পদ্ধতি বা কৌশলের সাথে নতুন শৈলীর মিশ্রনে কাঠিন্য বর্জিত খেয়ালের সময়কাল অর্থাৎ মধ্যযুগে ঘরানার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় । ঘরানা প্রথার সাথে মধ্যযুগের দরবারী সঙ্গীতের ঘনিষ্ট সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে ।

তৎকালীন প্রচুর সঙ্গীতজ্ঞর সমাবেশ যথা নায়ক গোপাল, গোয়ালিয়রের রাজা মানসিং তোমর, বৈজুবাওরা, সর্বোপরি আমীর খুস্রৌ ... সমস্ত নাম করা ব্যক্তিত্ব ভারতীয় সঙ্গীত কে নতুন ভাবে রূপায়ন করেন । শাত্রীয় সঙ্গীতে বিদেশী ধারার মিশ্রনে সঙ্গীতের উন্নতি ঘটিয়ে নতুন ধরনের সঙ্গীতের সূচনা পর্ব আরম্ভ হল । মধ্যযুগে নবাব বাদশাদের সঙ্গীত ও সংস্কৃতির পৃষ্ট পোষকতা এবং সঙ্গীত গুনীদের অধীনে সঙ্গীতশিক্ষা লাভের প্রতি আগ্রহ প্রভৃতির ফলে রাজ দরবারে সঙ্গীতজ্ঞদের গুরুত্ব বাড়ে । বিভিন্ন নবাব বিশেষতঃ আকবরের রাজত্ত্বকালে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সমাদর হয়, তবে সেই সঙ্গীত তখনও ধ্রুপদ । ১৮শ শতাব্দীতে কাঠিন্য বর্জিত ধ্রুপদ থেকে খেয়াল গানের প্রতি আকর্ষন দেখা যায় । আমীর খুস্রৌ, হসেন শাহ শর্কী, তানসেন কন্যা বংশজ নিয়ামত খাঁ (সদারঙ্গ)প্রমুখদের নাম এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । নতুনধরনের এমন সঙ্গীতে শ্রোতাদের মনরঞ্জন হত সহজেই । ফকীরুল্লার ‘রাগ দর্পন’ গ্রন্থেও শাজাহানের রাজত্ত্ব কালে সভাসঙ্গীতজ্ঞরা খেয়াল পরিবেশন করতেন এমন কথাও বলা আছে । ক্রমে ধ্রুপদ গানের থেকে খেয়ালের জনপ্রিয়তা বাড়ে, শিল্পীরা ধ্রুপদের নিয়মভঙ্গ স্বরবিন্যাস অলঙ্কার প্রভৃতির মাধ্যমে খেয়াল কে সমৃদ্ধ করে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নতুন দিগন্তের সূচনা করেন । শিল্পীরা তাদের গায়নশৈলীর পরিচয় স্বরূপ নিজনামে অথবা আঞ্চলিক নামে ঘরানার পরিচয় দিতেন বিভিন্ন দরবারে সঙ্গীত পরিবেশন কালে । মুসলিম যুগের পত্তনের সময়কালে এমনটা দেখা যাচ্ছে ।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (১৬৫৭ থেকে ১৭০৭) দরবারী সঙ্গীতজ্ঞদের ঘোরতর বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে।[৮] তিনি ছিলেন সঙ্গীত ও সংস্কৃতির বিরোধী । দরবারী সঙ্গীতজনরা ফলে আশ্রয়হীন হয়ে প্রান্তীয় রাজা-নবাবদের আশ্রয়ে চলে যান । প্রাথমিক পর্বে বেশীর ভাগ সঙ্গীতজ্ঞরা তানসেন বংশীয় ছিলেন কিন্তু এহেন প্রান্তীকতার ভিন্নতা তাদের সঙ্গীত কেও বিভিন্ন বা পৃথক করে দেয় । এভাবে ঘরানা প্রথা দৃঢ় হয় । ক্রমে ব্রিটিশদের আক্রমন কালে আবার পরিবর্তন হয় এমন অবস্থার । এ প্রসঙ্গে অমল দাশশর্মা বলেছেন -[৯] ‘‘সঙ্গীত ও ললিতকলার ক্ষেত্রে যে সকল রাজা ও নবাবের

তখনও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তাঁদের উপরে নানাবিধ প্রতিবন্ধক এবং অত্যাচার হতে থাকে । ফলে শিল্পীদের ভাগ্যে চরম দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে ।'' আশ্রয়হীন হয়ে সঙ্গীতজ্ঞরা দেশের নানা স্থানে আঞ্চলিক রাজা বা শাসক ও জমিদার দের আশ্রয়ে চলে আসেন । সঙ্গীতগুনীদের কলা-কুশলতার চর্চা কিন্তু অব্যাহত ছিল । [১০]

ধনী আঞ্চলিক শাসক, জমিদার বংশে সঙ্গীত পৃষ্ঠপোষকের অভাব ছিলনা । শিল্পীদের ব্যক্তিবিশেষের অনবদ্য কলাকৌশল তাদের ব্যক্তিগত শৈলীরূপে পরিচিতি লাভ করতে শুরুকরে তাতে আঞ্চলিকতার প্রভাবও দেখা যায় । নিজেদের সঙ্গীত ধারা কে প্রচলিত রাখার উদ্দেশ্যে গুরু শিষ্য পরম্পরা তে সঙ্গীতের তালিম চলতে থাকে । শিষ্য পম্পরায় অনুসৃত গুরুমুখী বিদ্যা এভাবে ঘরানা পদবাচ্যে পরিনত হয় ।

উপসংহার :- সাধারন শ্রোতাবর্গের কাছে 'ঘরানা' হয়তো সেরকম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীত শিল্পী এবং শিক্ষার্থী দের কাছে এর গুরুত্ব আছে । ঘরানা ব্যতীত মার্গসঙ্গীতের বৈচিত্র এবং শুদ্ধতা নষ্ট হতে পারতো, নতুনত্বের আঙ্গীকে গায়কীর শৈলীর চর্চাও রুদ্ধহতো । ঘরানা অনুসারে রাগের প্রকৃতি, চলন, স্বরক্ষেপন, গায়ন পদ্ধতি, ভাষার প্রয়োগ প্রভৃতির পৃথকতা হেতু , বিভিন্ন ঘরানার নতুন ধরনের গায়ন শৈলী শ্রোতারা অনুভব করতে পারেন আজও । সুতরাং ঘরানা প্রথার প্রচলন আজ হয়তো না থাকলেও, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ক্ষেত্রে এ শিক্ষাপ্রদান রীতি না থাকলে মার্গ সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং রাগসঙ্গীতের প্রয়োগরীতির বিচিত্রতার পথটির ধারা অবরুদ্ধ হত । উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীতের অভিজাত্য বা কৌলিন্যতা একমাত্র ঘরানা প্রথার ফলেই সংরক্ষিত হয়েছিল । ঘরানার প্রভাব বর্তমানেও অগুনতি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীদের প্রভাবিত করে চলেছে । সুতরাং শাস্ত্রীয় সংগীত ক্ষেত্রে ঘরানা প্রথা চালু হওয়ার একটি অপরিসীম মূল্য আছে ।

গ্রন্থপঞ্জী

১। রায়চৌধুরী বি. । ভারতীয় সঙ্গীত কোষ । কলকাতা : সাম্প্রতম প্রকাশন, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

২। গোস্বামী ইউ. । ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা । কলকাতা : দীপায়ন, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ ।

৩। রায় বি. । সংগীতি শব্দকোষ, প্রথম খন্ড । কলকাতা : ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

৪। বড়াল এন. সি. । সঙ্গীত নায়ক, প্রথম খন্ড । কলকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৩ ।

৫। গৌতম এম. আর. । দি মিউজিক্যাল হেরিটেজ অব্ ইন্ডিয়া । নিউ দিল্লী : অভিনব পাবলিককেসন্‌স্‌, ১৯৮০ ।

৬। রায় এস. । ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাস ও পদ্ধতি । কলকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৮ ।

৭। রায় বি. । ধ্রুপদ প্রসঙ্গে । ইন্ডিয়া : রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান মিউজিকোলজি, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ ।

৮। রায় বি. । ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ, প্রথম খন্ড । কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৬৬ ।

৯। দাশশর্মা এ. । প্রাচীন ও নবীন সঙ্গীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত । কলকাতা : দরবারী প্রকাশন, ১৯৯৫ ।

১০। খান এম. এইচ. । সঙ্গীত মালিকা । ঢাকা : বাংলা একাডেমী প্রেস, ১৯৮৮ ।